চীনের অস্পষ্ট মুদ্রানীতি

চীনের এক প্রাচীন প্রবাদে বলা হয়েছে গন্তব্য যত দূরেই হোক না কেন, প্রথম পদক্ষেপের মাধ্যমেই সেটা করতে হয়। তবে চীন গত ২১ জুলাই যে মুদ্রানীতি প্রবর্তন করেছে সেটার গন্তব্য রয়ে গেছে একেবারেই অজ্ঞাত আর তাতে ঝুঁকিও রয়েছে অনেক।

চীন তাদের বিশ্বে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন মুদ্রানীতি বলে পরিচিত নীতি ছেড়ে নতুন নীতি প্রবর্তন করেছে। ১৯৯৭ সাল থেকেই ডলারের বিপরীতে চীন তাদের মুদ্রাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। এখন তারা প্রতি রাতেই ইউয়ানের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করার মতো জটিল এবং দুঃসাধ্য নীতি অবলম্বন করার পরিকল্পনা করেছে।

দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর ধরে বেইজিংয়ের নেতৃবৃন্দ অ্যালান গ্রিনস্প্যানের প্রতি আস্থা রেখে তার পরামর্শ অনুযায়ীই মুদ্রানীতি ঠিক করেছেন। তার নীতি ছিল ডলার যেভাবে ওঠানামা করবে চীন সেটা নিরাপদে অনুসরণ করতে পারে। তবে এখন চীনের শাসকরা আস্থাশীল হয়েছেন সেখানকার স্বল্প পরিচিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকার, পিপলস ব্যাংক অব চায়না'র গভর্নর ঝৌ জিয়াও চুয়ানের ওপর। তিনিই চীনের বর্তমান মুদ্রানীতি তত্ত্বাবধান করবেন। ১৯৯৭ সালে এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট থেকে শুরু করে চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সময় পর্যন্ত চীন ডলারের বিপরীতে ইউয়ানের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করেনি। এই সন্তোষজনক স্থিতিশীলতাই বিশ্বের উদ্যোক্তাদের প্রতি বছর বিভিন্ন খাতে চীনে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছে। এসব উদ্যোক্তা চীনে তাদের বিনিয়োগের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন।

পিপলস ব্যাংক অব চায়না ২১ জুলাই ডলারের বিপরীতে ইউয়ানের মূল্য ২ শতাংশ বাড়িয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরের দিনের লেনদেনের জন্য ইউয়ানের মূল্য নতুন করে নির্ধারণ করা হবে। ব্যাংক সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, প্রতিদিনের ইউয়ানের নতুন করে নির্ধারণ ডলারে প্রকাশ নাও করা হতে পারে। ব্যাংক এখানে কোনো বিকল্প মুদ্রার নাম উল্লেখ না করলে ইউরোর প্রতিই ইঙ্গিত করেছে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইউয়ানের মূল্য নতুন করে নির্ধারণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগের দিনে বিদেশী মুদ্রার লেনদেনের বিষয়টি বিবেচনায় আনবে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন বিদেশী মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিবেচনায় আনবে তা প্রকাশ করা হয়নি। এ নীতিই চীনের নেতৃবৃন্দকে ইউয়ানের মূল্যকে ইচ্ছেমতো নির্ধারণ করার অফুরন্ত সুযোগ করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, ব্যাংক বলেছে আগের দিনের লেনদেনের সীমার চেয়ে দশমিক ৩ শতাংশের বেশি পরের দিনের লেনদেনের জন্য ইউয়ানের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে না। চীনে প্রতি মাসে লেনদেন চলে ২০ দিনের মতো সময়। এর অর্থ দাঁড়ায় তাত্ত্বিকভাবে চীন প্রতি মাসে ৬ শতাংশ করে তার মুদ্রার দাম বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

গত মাসে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে চীনের নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন যে, তারা তথাকথিত 'সিক্রেট বাস্কেট অব কারেন্সিস' নীতি গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। সিঙ্গাপুর তাদের মুদ্রার মান নির্ধারণে ইতিমধ্যেই এ নীতি গ্রহণ করেছে। তবে ঐ কর্মকর্তারা একই সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এ নীতিতে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ চীনের প্রতি অভিযোগ তুলবে যে, বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য চীন তার মুদ্রাকে ম্যানিপুলেট করছে। যুক্তরাজ্যের ট্রেজারি মে মাসেই চীনকে মুদ্রা ম্যানিপুলেটর হিসেবে চিহ্নিত করে অক্টোবর মাসে পরবর্তী আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার আগেই চীনের মুদ্রার এ বিষয়টি ঠিক করার দাবি জানিয়েছে। যেসব দেশকে ম্যানিপুলেটর হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাদের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা থাকে। আগামী কয়েক মাসে চীন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কতোটা কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারবে সে ব্যাপারে অর্থনীতি-বিদগণ প্রশ্ন তুলেছেন। তবে গোল্ডম্যান স্যাচস্-এর হংকং শাখার অর্থনীতিবিদ লিয়াং হং চীনের এ নতুন নীতিকে তিনি ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে প্রণীত মুদ্রানীতির সঙ্গে তুলনা করেন। তখন ডলারের বিপরীতে ইউয়ানের মূল্য নির্ধারণ করার পর প্রতিদিন লেনদেনের সময় এক শতাংশের কিছু অংশ করে ইউয়ানের মূল্য বাড়িয়েছে। এর ফলে ১৯৯৪ সালে ডলারের বিপরীতে ইউয়ানের মূল্য ছিল মোট ৩ শতাংশ।

আমেরিকান ক্রেতারা মনে করছেন, আগামী কয়েক মাসে চীন যদি তার মুদ্রাতে তেমন কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন না ঘটায় তাহলে তাদের ওপর চীনের নতুন মুদ্রানীতির তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। চীনের রপ্তানিকারকরা কাপড় থেকে শুরু করে কম্পিউটার যন্ত্রাংশের প্রায় সব কিছুই উৎপাদন করেন।

এজন্য জ্বালানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তাদেরকে ডলারের মাধ্যমেই আমদানি করতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে চীনের প্রস্তুতকারকদের তৈরি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় অন্ততপক্ষে ২ শতাংশ বেড়ে যাবে। এজন্য আমেরিকান ক্রেতাদের কাছে তারা পণ্যের দাম বাড়াতে পারবে না।

বিশ্ববাজারে চীনের বাজার ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করার কারণে চীনের মতো কম মূল্যের শ্রমশক্তি সম্পন্ন এশিয়াতে চীনের প্রতিপক্ষ রপ্তানিকারক দেশ ভালো মনে করছে। ইউয়ানের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় তারা এখন কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন। চীনের কয়েকটি কোম্পানির নির্বাহীরা গত চার মাসে বিভিন্ন সাক্ষাৎকার বলেছেন ইউয়ানের মূল্য যদি ৫ শতাংশের কম বৃদ্ধি পায় তাহলে তাদের রপ্তানিতে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে কিছুটা প্রভাব পড়বে।

চীনের বর্তমান মুদ্রানীতিতে এখন যে বড় একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সেটি বাণিজ্যিক নয় অর্থনৈতিক বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদগণ। বিনিয়োগকারীরা যদি মনে করেন চীনের বর্তমান মুদ্রানীতির কারণে ইয়েন আরো শক্তিশালী হবে তাহলে তারা চীনে আরো বেশি করে বিনিয়োগ করবেন। এর ফলে ভবিষ্যতে চীনে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা রয়েছে।